বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

কৃষি গবেষণা কাঠামো সংস্কারের আলোকে বিএআরসির তত্ত্বাবধানে চাহিদা ভিত্তিক জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.), বিএআরসি।
তারিখ ও সময়	:	২৭ মে ২০২৫, দুপুর ০১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সভাকক্ষ-১, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

১.০। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনায় কৃষি গবেষণা কাঠামো সংস্কারের কার্যক্রমে বিএআরসির তত্ত্বাবধানে চাহিদাভিত্তিক জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বিত প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে এক সভা ২৭ মে ২০২৫ খ্রি: দুপুর ০১:০০ ঘটিকায় সভাকক্ষ-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান (রুটিন দায়িত্ব), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকবৃন্দ এবং বিএআরসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (পরিশিষ্ট 'ক')। সভার শুরুতে ড. নাজমুন নাহার করিম উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। তিনি বলেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনায় কৃষি গবেষণা কাঠামো সংস্কার কার্যক্রমে বিএআরসির তত্ত্বাবধানে চাহিদাভিত্তিক জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের সমন্বিত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি প্রকল্প তৈরির জন্য নার্স ইনস্টিটিউট থেকে যেসকল প্রস্তবনা পাওয়া গেছে সেসকল বিষয়গুলো উপস্থাপনের আহবান জানান। অতঃপর ড. মোঃ পান্না আলী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, শস্য বিভাগ, বিএআরসি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রাপ্ত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। উপস্থাপন শেষে উপস্থিত সকলে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ওপর আলোচনা এবং প্রত্যেক ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবনার যথার্থতা ও বাস্তবায়নযোগ্যতা পর্যালোচনা করেন।

২.০। ড. নাজমুন নাহার করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.), বিএআরসি, নার্স ইনস্টিটিউটসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাগুলো উপস্থাপন এবং প্রকল্প প্রণয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, চাহিদা, ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, প্রতিটি প্রস্তাবের যৌক্তিকতা (Rational) ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, প্রকল্পে পূর্বের সম্পাদিত কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে। একইসঙ্গে, প্রকল্প শেষে সম্ভাবনাময় ও কার্যকর উদ্যোগসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সুস্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা থাকা আবশ্যক। তিনি আরও উল্লেখ করেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প পরিকল্পনায় প্রথম পর্যায়ের অর্জনসমূহ বিশ্লেষণ করে অগ্রাধিকারভিত্তিক নতুন উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৩। ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, সদস্য পরিচালক, শস্য বিভাগ, বিএআরসি গবেষণার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিট ও কোল্ড সহনশীল ধানের জাত উন্নয়ন, স্বল্প মেয়াদি ও উচ্চ চিনির পরিমাণসম্পন্ন আখের জাত উদ্ভাবন এবং স্বল্প মেয়াদি পাটের জাত উদ্ভাবনের উপর গুরত্বারোপ করেন।

৪। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ কোর জার্মপ্লাজম সংগ্রহের (Core germplasm collection) ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নির্ধারণ ও গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের স্বল্পমেয়াদি (Short Term) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত এবং এই বিষয়টিকে প্রকল্প পরিকল্পনায় রাখা প্রয়োজন।

৫। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলোর সংখ্যা কমিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য ও উচ্চ প্রাধান্যসম্পন্ন কার্যক্রমগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রস্তাব করার কথা বলেন। তিনি গবেষণার গুণগত মান বজায় রাখার পাশাপাশি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের দিকেও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া, তিনি বলেন নার্স প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে কোনো ধরনের পুনরাবৃত্তি বা ডুপ্লিকেশন না ঘটে। এই বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানান, যাতে একে অপরের কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণায় সর্বোচ্চ সুফল অর্জিত হয়।

৬। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. কবির উদ্দিন আহমেদ আখ গবেষণা কর্মসূচিতে মাজরা পোকা দমনের কার্যকর কৌশল এবং গবেষণা কার্যক্রম প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মাজরা পোকা আখের উৎপাদনের জন্য একটি প্রধান অন্তরায় এবং এর দমন না করলে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, আখের বীজ উৎপাদন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা দেশের চাহিদা মেটাতে স্থায়ী ও কার্যকর পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, আখের বীজ উৎপাদনে এখনো পর্যন্ত কোনো বেসরকারি উদ্যোক্তা এগিয়ে আসেনি। ফলে এই খাতটি এখনো সরকারি উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল (বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সুগার মিল), যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই সমাধান নয়। তাই তিনি আখের বীজ উৎপাদনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা খুঁজে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

৬। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. সালাহ্উদ্দিন আহমেদ গবেষণা কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণাগার স্থাপন এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইনস্টিটিউটে বায়োটেকনোলজিক্যাল গবেষণার কার্যকর সুযোগ বর্তমানে অপ্রতুল। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে গবেষণাগার স্থাপন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নির্ভর গবেষণা পরিচালনায় গবেষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সময়ের দাবি। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা, যাতে গম ও ভুট্টাভিত্তিক উদ্ভাবনসমূহ কৃষকের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে।

৭। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নার্গীস আক্তার স্বল্প মেয়াদী পাট জাত (Short duration jute variety) উদ্ভাবন এবং পাট পঁচানোর উন্নত ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পাট চাষের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করতে এবং কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় ও সময় কমাতে স্বল্প মেয়াদী জাতের উন্নয়ন জরুরি। একইসঙ্গে, পরিবেশ উপযোগী ও টেকসই পাট পঁচানো পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটের গুনগতমান ও বাজারমূল্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৮। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. রেজা মোহাম্মদ ইমন একই শস্যের ওপর বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের গবেষণায় যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ট্রেইট-ভিত্তিক' (Trait based) গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। শস্যভিত্তিক নয়, বরং বৈশিষ্ট্য (Trait)-ভিত্তিক গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশসমুহ গৃহীত হয়:

১। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর তত্ত্বাবধানে ৫ বছর মেয়াদি একটি জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক সমন্বিত (Coordinated) প্রকল্প তৈরী করা।

২। প্রকল্প প্রস্তাবে বিজ্ঞানীদের স্বল্পমেয়াদি (Short Term) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রাখা।

৩। আগামী ২৫ জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যক্রম ডিপিপি (DPP) ফরম্যাট অনুযায়ী বাজেটসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে বিএআরসিতে প্রেরণ।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. নাজমুন নাহার করিম)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (রু.দা.)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফোন: ৪১০২৫২৫২
ই-মেইল: ec.barc@barc.gov.bd